নাগপুর, মহারাষ্ট্র

ফেব্রুয়ারী, ২০২২

।। এ এক অন্য গল্প ।।

তাপস ভট্টাচার্য্য

পুরোনো নাগপুর শহর। তখন নাগপুর ছিল CP and Berar এর রাজধানী। রাজধানীর প্রয়োজনীয় সব ছিল এখানে। বিধানসভা, Reserve Bank। বাজার, দোকান। অবশ্য সে আমলে আজকের নাগপুরের মত ভীড় ছিল না।

নাগপুর এখন মহারাষ্ট্র রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী। আধুনিকতার ছোঁয়ায় শহর বেড়ে চলেছে চতুর্দিকে। উত্তর, দক্ষিন, পূর্ব , পশ্চিমে রাস্তা চওরা হচ্ছে। বড় বড় housing complex, malls। শহরবাসী এখন মেট্রো rail এর সুবিধে উপভোগ করছে।

Bengal-Nagpur Railway র (BNR) বিশ্রামস্থল ছিল নাগপুর। প্রচুর বাঙ্গালীর বাস। সে সময় বোধহয় মারাঠীদের পরেই বাঙ্গালীর সংখা ছিল।

রেলশ্টেশনের কাছেই কোয়ার্টার্স। Rail এর অনেক স্টাফ বাড়ী বানিয়ে permanently settle কোরেছে। ধনতোলী। বাঙ্গালীর টোলা। টালির ছাদ। তখন cooler বা air conditioning এর চল ছিল না। উঁচু celling। ঘর প্রাকৃতিক উপায়ে ঠান্ডা রাখা হোত তখন।

আজকের মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর তখন CP তথা central province এর অংশ ছিল। জব্বলপুর নাগপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন থেকেই বেশ ভাল ছিল। চাকরীসূত্রে জব্বলপুর থেকে এক বাঙ্গালী পরিবার নাগপুরে এল। Settle ও করে গেল।

*   *   *   *   *

অবিনাশ গেটের এপ্রান্তে। ওদিকে প্রতিমা মাসী। গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছেন। ভীষন ভালোবাসেন ওঁরা অবিনাশকে। অবিনাশেরও গুন আছে। যোগাযোগ রাখে নিয়মিত। একবার আসলে কিছুতেই ছাড়বে না। কিছু না কিছু খেয়ে যেতেই হবে। প্রথম দিকে অবিনাশের বেশ লজ্জা করত। এখন সয়ে গেছে। ইয়া বড় বড় সিঙ্গারা। এখানে বলে সমোসা। অথবা আলু বোন্ডা। এখানে অনেকে বাটাটা বড়াও বলে। খুব বড় size এর হয়। একটা খেলেই পেট ভরে যায়।

অবিনাশ খবর পেলেই ছুটে আসে। আজও এসেছে সোজা অফিস থেকে। প্রতিমার দাদা-বৌদির শরীর খারাপ। ভিতরে শুয়ে আছেন। অবিনাশ ওষুধ পত্র কিনে সব set কোরে এবার বাড়ী যাবে। দাদা-বৌদির যত্নের দরকার। আছে শুধু দেখবার জন্য প্রতিমা। কেই বা দেখবে। দাদা-বৌদির ছেলেরা নিজের নিজের সংসার নিয়ে settle করেছে দূরদেশে। আসা যাওয়া আছে। কম হয়ে গেছে আজকাল। প্রতিমাকেই সব করতে হয়। জুতো শেলাই থেকে চন্ডি পাঠ।

অবিনাশ গেটের দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, ওঁনাদের দেখবেন। নিজেও সাবধানে থাকবেন। আপনার উপরেই সব দায়িত্ব।

--যা বলেছ। আমি নিজেই এমন আটকা পড়ে গেছি। ভাবতেই অবাক লাগে। মাসির হাসিটা ম্লান লাগল। অবিনাশের মনে হল মাসির চোখদুটো চিকচিক করছে। আলোচনা avoid করার জন্য philosophy র আশ্রয় নিল। হ্যাঁ, সংসারের মর্মই এই। ছাড়ানো যায় না সহজে।

--কিন্তু মজাটা কি জান অবিনাশ ? সংসারের মায়ায় জড়াব না বলেই কিন্তু নিজেই সংসার করলাম না। অথচ আজ জীবন সায়ান্হে পৌঁছে সংসারের বেড়াজালে নিজের অজান্তেই জড়িয়ে

গেছি। কি অদ্ভুত না ? কথা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন মাসী। গেটের আরো কাছে এসে বললেন, সাবধানে যেয়ো। আবার এসো, সবাই মিলে।

গাড়ীটা দূরে পার্ক করা ছিল। চালাতে চালাতে অবিনাশের কানে বাজছিল মাসির কথাগুলো। ‘সংসার নিজে করলাম না যেই ভয়ে সেই সংসারেই আটকে পড়লাম’। আচ্ছা, এটাই কি নিয়ম নাকি? জীবনে যেটা avoid করা হয় তার ফাঁদেই মানুষ পড়ে? এটা কি সবার ক্ষেত্রেই সত্যি? ভাবতে ভাবতে কখন যে red signal এ দাঁড়িয়ে পড়েছিল খেয়ালই ছিল না। পিছন থেকে গাড়ীর horn এ চমক ভাঙ্গল।

নাগপুর শহরের শুক্রবারের সনধ্যা। শীতের শুরু।লোকজন অফিস ফেরত বাজারঘাট সেরে ঘরমুখো। অবিনাশ গাড়ীর গতি বাড়ালো। এইবেলা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে।

*   *   *   *   *

নাগপুর শহরের এ অংশে বাঙ্গালীদের ভীড়। বেশ মিলেমিশে থাকত সবাই। অধিকাংশই চাকুরীজীবী। বেশীরভাগ rail এর staff।

জব্বলপুর থেকে এসে বেশ স্থায়ী ভাবে বাস করতে করতে রায়চৌধুরীরা বেশ পরিচিতি লাভ করল। এদের বড় পরিবার। কর্তার সাতটি ছেলেমেয়ে। বাড়ীতে চাকর-বাকর অনেক। ছেলেমেয়েরা সবাই মেধাবী। সবচেয়ে ছোট মেয়ে। নাম প্রতিমা। প্রতিমার মতই সুন্দর। ভালো কথা বলতে পারে। ছটফটে প্রানবন্ত মেয়ে। ছেলেরা খুব শান্ত। রায়গিন্নির যত চিন্তা মেয়েকে নিয়ে।

--কি যে হবে এটার ভগবান জানে। সবসময় নেচে বেড়াচ্ছে।কথা শোনে না। এসব তোমার জন্য হচ্ছে।

--বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। এখন তো ছোট। কর্তার সাদাসাপটা জবাব।

-- ছোট নয়। বয়স হয়েছে। এখন থেকে বিয়ের ব্যবস্থা দেখ। এই আমি বলে দিলুম।

কর্তা বলেন না কিছু। মন্দ মন্দ হাসেন। আর চেয়ে চেয়ে দেখেন মেয়েকে।

বাঙ্গালীদের এ অঞ্চলটাতে বহূ প্রবাসী ভীড় করতে শুরু করল। নাগপুর শান্ত জায়গা। বেশী ঝুঠঝামেলা নেই। ছোট ছোট একতলা বাড়ী। সামনে একটু উঠোন, সাথে বাগান। গাছপালা। তুলসী মঞ্চ। বেশ বাঙ্গালী বাঙ্গালী গন্ধ।

বাঙ্গালীর প্রিয় আড্ডার জায়গা তৈরী হল। চায়ের দোকান। পানের দোকান। সাথে বাঙ্গালীর প্রিয় সিগারেট। মাছের মাসী। মাথায় করে মাছ নিয়ে বাড়ী বাড়ী ফেরী করে। বহিরাগতদের জন্য সস্তায় বাজ্ঞালী খাবারের ব্যবস্থা হল। আনন্দআহার। আনন্দ করে খাওয়া আর কি। হোল মিষ্টির দোকান। রসগোল্লা, সন্দেশ, মিষ্টি দই। মাছের বাজার তৈরী হল। মৎসপ্রেমী বাজ্ঞালীর মিলনস্থল। 'কি দাদা কেমন? ভালো।' বাঙ্গালী উত্তরের প্রয়োজন বোধ করে না। অথবা, 'আরে আপনর ছেলে? এত বড় হয়ে গেল ? কোন class এ পড় খোকা ? কোন্ school এ? ও আচ্ছা বেঙ্গলী হাইস্কুলে ? ভালো ভালো। একটু বাংলা শিখুক। যা দিনকাল পড়েছে, বাংলাতে কেউ কথায় বলবে না।

বাঙ্গালীর প্রিয় উৎসব দুর্গোৎসব। আয়োজন করার দরকার। সবাই এসে ধরল রায়চৌধুরী সাহেবকে। বড়কর্তা এ বাড়ীর। পাড়ার লোকজন সমীহ করে। রাশভরী লোক। পয়সা আছে। বললেন.

--পূজো তো হওয়া উচিৎ। মায়ের পূজো বলে কথা। করবে কোথায় ?

-- কেন , আমাদের school এর সামনে খালি জায়গা আছে। ওখানে করা যেতে পারে। অনেকেই বলল।

তাই ঠিক হোল। সেই শুরু। মহাসমারোহে প্রতি বছর মা'র পূজো আজও হচ্ছে। সহজ, সরল, সাধাসিধে নিরুপদ্রব জীবনে উৎসবের মেজাজ নিয়ে মা আসেন। প্রতিবছর। বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সবাই আনন্দ করে পূজোর ক'টা দিন কাটিয়ে দেয়। পাশের বিরাট মাঠটাতে মেলা বসে। আশেপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে লোক আসে দেবী দূর্গা দর্শনে। মেলাটা মনোরন্জনের বিরাট সাধন তাদের।

বাঙ্গালীর আর এক নেশা বই পড়া। তখনকার কালে তাই ছিল। একটা লাইব্রেরী হলে কেমন হয়। তাই হোল। প্রথমে ভাড়াবাড়ী, পরে জমি কিনে পাকাপাকি ব্যবস্থা। বাঙ্গালীর গ্রন্থাগার। বেশ ভীড় হোত সে আমলে। মাসিক বাংলা ম্যাগাজিন। সংবাদপত্র। নিয়মিত বাগ্দেবীর আরাধনাও শুরু হোল। গ্রন্থাগারে। এসব অনেক পুরোনো কথা। প্রতিমাদের পরিবারের সাহায্য সব কিছুতে। জমে উঠল বাঙ্গালী পাড়া। প্রবাস বটে, কিন্তু এখানে এলে মনেই হয় না সে কথা। প্রতিমা বড় হচ্ছে। মার চোখ ফেরে না। দিনে দিনে আরো সুন্দর হচ্ছে। পাত্রস্থ করতে হবে। কর্তার সাথে কথা বলতে হবে। ভয় হয়। যতবার বিয়ের প্রসঙ্গ আসে, ভীষন রেগে যান।

-- তুমি কি পাগল হলে না কি ? ওইটুকু ছোট্ট মেয়ের বিয়ে হয় না। তুমিও যেমন। পরে হবেখ'ন।

সেদিন খুব বৃষ্টি। নাগপুরে সে আমলে ঠিক সময়ে বৃষ্টি আসতো। এখনকার মত গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর প্রব্লেম ছিল না। জুনের প্রথম সপ্তাহের কথা। প্রতিমা বাইরের চওড়া বারান্দাতে বসে বসে

খবরের কাগজ পড়ছিল। সামনে উঠোন, তারপরে gate। দুদিকে গোলাপের বাগান। সকাল দশটা সাড়ে দশটা হবে। ছুটতে ছুটতে একটা ছেলে gate খোলা পেয়ে সোজা বারান্দায়। আসলে বৃষ্টিটা ধরে গেছিল। তারপর হঠাৎই ভীষন জোরে শুরু হোল। বেচারীর ছাতা নেই। কোথায় যাবে ? ভাবতে ভাবতে গেট খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে। জামাটা ভিজে গেছে। প্রতিমা উঠে দাঁড়িয়েছে। একটা chair দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করল আগন্তুককে। ছেলেটা বলল

--না না ,ঠিক আছে। আমি বৃষ্টিটা কমলেই চলে যাব।

প্রতিমা জোড়াজোড়ি করল না। মরুকগে যা। ভিজে জামা গায়ে পরে জ্বর আসলে বুঝবে মজা। আওয়াজ শুনে মা বেরিয়ে এসেছেন রান্নাঘর থেকে।

--কার সাথে কথা বলছিস রে ?

সামনে ছেলেটাকে দেখে অপ্রস্তুত। ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন মেয়েকে, কে। মেয়েও ইশারায় উত্তর দিল, জানি না। মা বললেন,

--কে তুমি বাছা ? কি নাম তোমার ?

ছেলেটা আরও জরোসারো হয়ে গেলো। এক পা এগিয়ে গেলো গেটের দিকে। বলল,

-- আমি এবার যাই।

প্রতিমা বলল –এখন গেলে ভিজে যাবেন। বৃষ্টি থামে নি এখনো। মা বললেন –ঠিকই তো। এখন বসে থাকো। বৃষ্টিটা ধরলে যেও'খন। ইস্, মাথা তো ভিজে গেছে। মেয়েকে বললেন, যা একটা শুকনো গামছা আন্। মাথাটা মুছে ফেলুক। এককাপ গরম চা ও নিয়ে আসিস।

প্রতিমা গামছা আনতে গেল। মা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় থাকো ? নাম কি ?

নাম বলল। ছেলেটি স্থানীয় মারাঠি যুবক। একটু দূরেই বাড়ী। বাজারে যাচ্ছিল। ছাতা আনেনি সঙ্গে। বৃষ্টির জন্য এ বাড়ীটা কাছে পেয়ে ঢুকে পড়েছে। মা বললেন, একটু বসে যাও।

অনুলিপি করবেন না

খুব সুন্দর দেখতে ছেলেটিকে। প্রতিমার থেকে গামছা নিয়ে মাথা মুছে ফেলল।

প্রতিমা চা আনতে রান্নাঘরে গেসল। এসে দেখে সে নেই। মাকে গিয়ে বলল, অকারন চা করলাম। তিনি চলে গেছেন। মা বললেন, বেশ দেখতে না রে? একটু লাজুক বোধহয়।

প্রাতিমা মাসির সাথে আবিনাশের দেখা হোতো। মাসে একবার তো বটেই। আবিনাশ একবার জিগ্যেস করেছিলো, তারপর কি হল? ওনার সাথে পরে কখনো দেখা হয় নি?

--অনেকবার। আমাদের পাড়াতেই থাকত। একটু দূরে। পরিচয় হয়েছিল। আমার খুব ভালো লাগত ওকে। আমরা বেড়াতেও গেছি একসাথে। না, না, নাগপুরেই। বিভিন্ন জায়গায়। মহারাজবাগেও গেছি। জাপানী গর্ডেন, সেমিনারী হিল্স, রামটেক। আরো অনেক জায়গায়।

প্রতিমার উপর নজর ছিল মায়ের। একদিন বললে, তোর বাবা রায়পুর থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এনেছেন। ওরা যে কোনদিন দেখতে আসতে পারে। প্রতিমার সাফ জবাব, তোমাদের কষ্ট করতে হবে না। আমি ছেলে পছন্দ করে ফেলেছি। ছেলের নাম ধাম সব বলে দিল মাকে।

মা-বাবা, দাদারা খবর নিল। ছেলেটি বাঙ্গালী নয়। তার উপর অন্য জাতের। বাড়ীর লোকজন কেউ রাজী হল না।

--তারপর? অবিনাশ জিজ্ঞেস করেছিল।

--তারপর আর কি? এতে আর কোনো গল্প নেই। মা-বাবা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। বিয়ের জন্য। আমি রাজী হই নি। সংসার করব না, প্রতিজ্ঞা করলাম। বড়দাদা ছাড়া বাকীরা সব বিদেশে settled হয়ে গেল। আমি এখানকার school এ শিক্ষিকার চাকরী পেয়ে গেলাম। মা-বাবা মারা গেলেন।

প্রতিমা মাসী অনেকক্ষন চুপ করে থাকলেন। জানালা দিয়ে পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়ছিল। মাসীর মুখটা ম্লান লাগছিল। অনেকক্ষন পরে মাসী আবার বলতে শুরু করলেন , জান অবিনাশ, আমার তখন অসুখ করেছিলো। খুব কঠিন অসুখ। বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিল সবাই। আমি অনেক ভুগে ধীরে ধীরে সুস্থ হলাম। আমার শরীর, মন ভেঙ্গে গেল। আজ যে মাসীকে তুমি দেখছ তোমার সামনে সে ঐ প্রতিমার ছায়া মাত্র। আমার রূপ-যৌবন ভগবান সব নিয়ে নিল। এখন দাদা-বৌদির সংসার সামলাচ্ছি। সংসারের ঝামেলায় পড়ব না বলে বিয়ে করলাম না। সেই সংসার আমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে দিল। দাদা-বৌদির অবর্তমানে এই সমস্ত property এখন আমাকেই দেখতে হবে।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

এর আনেকদিন পরে আবিনাশ কাজের সূত্রে অন্য শহরে চলে যায়। বেশ কয়েক বছর পরে আবার এসে নাগপুরে settle করে। সবকিছু গুছিয়ে নিতে নিতে বেশ কয়েক মাস কেটে যায়। পুরোনো লোকদের সাথে দেখা করাও হয়ে ওঠে না। প্রতিমা মাসীর কথা মনে পড়ত। কিন্তু যোগাযোগ করা হয়ে উঠেনি।

একদিন বার্ডিতে হঠাৎ দেখা মাসীর সাথে। প্রতিমা মাসী তো বেজায় খুশী। কিছুতেই ছাড়লেন না। ধরে নিয়ে আসলেন ওনার নতুন বাড়ীতে। অবিনাশ তো অবাক। কোথায় সেই টালীর ছাদের ঘর, আর এ তো বিরাট complex। লিফটে top floor এ নিয়ে এলেন। সোফায় বসালেন। অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি অবাক হয়েছ তো ? হবারই কথা। দাদা-বৌদি চলে গেলেন। আমি চেনাশুনা এক builder ধরলাম। নিচে parking, কিছু flats আমার, কিছু builder কে বেচে দিয়েছি। আমার একা সংসার, বেশ আছি।

মাসী চা খাওয়ালেন। Darjeeling tea। আধুনিক বাড়ীতে নতুন করে tuition class খুলেছেন। বিরাট ব্যাপার। মাসীকে খুশী দেখে অবিনাশও খুশী। মাসী জিজ্ঞেস করলেন, তারপর, তুমি কবে এলে? বলেছিলে আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখবে; তোমার মনে আছে ? কতদূর এগোলো গল্প ? অবিনাশ হাসতে হাসতে বলল, বাবা, আপনার মনে আছে দেখছি। জানেন মাসী, গল্প লেখা প্রায় শেষ, কিন্তু শেষটা শেষ করতে পারছি না।

চায়ে চুমুক দিয়ে অবিনাশ মাসীকে বলল, আচ্ছা মাসী, ওনার সাথে পরে আর দেখা হয়নি ? মাসী খুব হাসলেন। ভীষন জোরে। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করলেন, কেন ? তোমার গল্প তাতে ভালো জমবে, না কি ? অবিনাশ লজ্জা পেল, না, না, তার জন্য নয়। Just একটা কৌতুহল।

*   *   *   *   *

প্রতিমা মাসীর ঐ complex তৈরীর কাজে fittings এবং tiles কেনার জন্য উনি বাজার করতে বেড়িয়েছিলেন। বছর দুয়েক আগের ঘটনা। ড্রাইভারকে বললেন বড় দোকানে নিয়ে যেতে। ড্রাইভার বলল, সদরে একটা নতুন showroom হয়েছে। একদম ঝকাস। চলুন ওখানে যায়। মেন রোডের উপর বিরাট দোকান। SM tiles। একদম নতুন। তিনতলা। প্রচুর staff। খুব খাতির করে counter এ বসা একটা young ছেলে আপ্যায়ন করল। বিরাট catalogue সামনে এনে রাখল। কফির order দিল। বেয়ারা এসে ঠান্ডা জল দয়ে গেল।

প্রচুর stock এবং রকমারী item এ দোকান ভরা। পছন্দ করতে সময় লাগল। নিজের প্রয়োজনের জিনিষ সবই এই দোকানে পেয়ে গেলেন। ছেলেটি বলল জিনিষপত্র home

delivery হয়ে যাবে। চিন্তার কোনো কারন নেই। মাসী card এ payment করলেন। First floor এর অফিস থেকে নিচের floor এ সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র। সাথে সাথে নামল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই সামনে একটা দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবি দেখে মাসী দাঁড়িয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, উনি কে?

জবাবে ছেলেটা অনেক কথা বলে গেল। মাসীর যেন কানেই গেল না কথাগুলো। সে বলেই চলল, আমার নাম রাজেশ। উনি সনজয় মোহন। ওনার নামেই দোকানের নাম। SM tiles।আমাকে উনি অনাথ আশ্রম থেকে এনে বড় করেছেন। উনি বিয়ে করেন নি। একটু wait করলেই আপনি ওনাকে meet করতে পারবেন। প্রতিমা বললেন, দরকার নেই। জিনিষপত্র তো সব পেয়েই গেলাম। খুব ভালো দোকান। তোমাদের staff রাও খুব ভালো। প্রতিমা ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ীতে বসলেন।

প্রায় আধঘন্টা পরে দোকানের মালিক পূজো করে নীচে নামলেন।

--হ্যাঁ রে রাজেশ customer এসেছিল নাকি?

-- হ্যাঁ কাকা একজন মহিলা। প্রায় দেড় লাখ টাকার জিনিষ কিনলেন। Rich customer। আমাদের দোকানের খুব প্রশংসা করলেন। মনে হোল বাঙ্গালী।

-- কোথাকার লোক ?

--নাগপুরেরই লোক।

-- কি নাম ?

-- প্রতিমা রায়চৌধুরী।

****